দৈনিক সংবাদ
চিঠিপত্রে

তারিখ 10 DEC 1985
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বরিশাল… স্থাপনের উপযুক্ত স্থান

খুলনা বিভাগে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। কেননা, এর ফলে দক্ষিণ বাংলার দীর্ঘদিনের আকাঙ্খার বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্ধারণে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ দাবী তুলছেন খুলনায় প্রতিষ্ঠার জন্য, কেউ দাবী তুলেছেন যশোরে প্রতিষ্ঠার জন্য, আর কেউ দাবী তুলছেন বরিশালে প্রতিষ্ঠার জন্য। কে না চায় বাড়ির কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকুক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্ধারণে কি কারো নিজস্ব বাড়ির নৈকট্য বিবেচনার বিষয় হতে পারে? এখানে বরং দেখতে হবে কোন জায়গায় স্থাপন করলে এ এলাকার অধিকসংখ্যক মানুষ উপকৃত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ নৌপরিবহণের উপরই বেশী নির্ভরশীল। আর একথাটা বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী জেলার নিরিখেই বোধ হয় অধিকতর সত্য। এ এলাকায় রেল লাইন নেই, পাকা সড়কের দৈর্ঘও দেশের যে কোন এলাকার চেয়ে কম। যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম লোকা ও লঞ্চ। এ অঞ্চলের লোকজন উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকার দিকেই চেয়ে থাকতে বাধ্য হয়। যদিও কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকায় আসতে সময় লাগে তিন দিনেরও বেশী। অন্যকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই তাদের এ সময়সীমার আওতায়। অনেকে আবার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নৈকট্যের অভাবে সে আশা ত্যাগ করেন। যশোরে কিংবা খুলনাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে দাবী উঠেছে সেখানে কাদের স্বার্থ বড় করে দেখা হয়েছে তা পর্যালোচনার বিষয়। এ দাবীর ফলে সমগ্র দক্ষিণ বাংলার স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে শুধু প্রাধান্য পেয়েছে যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনাবাসীর স্বার্থ। দক্ষিণ বাংলার অন্যান্য অংশের চেয়ে এ অংশের যোগাযোগ উন্নত সড়ক পথ আছে, রেলপথ আছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের লোকজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সহজ সুবিধাও ভোগ করছে। কেননা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে খুবই নিকটে। কিন্তু এ অংশের সাথে দক্ষিণ বাংলার অন্য কোন অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আদৌ ভাল নয়। হতে পারে খুলনা বিভাগীয় শহর। তবে যোগাযোগের দিক থেকে এক বিরাট অংশ এখান থেকে দূরে অবস্থিত। শিল্প নগরীর জন্য খুলনার গুরুত্বের কথা বলবেন হয়ত কেউ। তাই বলে শিল্প নগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আদর্শ স্থান হতে পারে কি? মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জন্য যশোরের গুরুত্বের কথা বলবেন অনেকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কি জানেন না যে, এ বোর্ডের অধীনে দক্ষিণ বাংলার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কত দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ফল বের হবার এক মাসের মধ্যেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের নম্বর পত্র স্কুল কলেজে পাঠাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানে কত অসুবিধাজনক। অনেক ছাত্রছাত্রীই পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য যথাসময়ে দরখাস্ত পর্যন্ত করতে ব্যর্থ হয়। কোন কাজে বোর্ডে যেতে হলে তো কথাই নেই। যশোরের চেয়ে ঢাকাতে বোর্ড হলেও আমাদের এর অর্ধেক দুর্ভোগ কমে যেতো। এ অবস্থায় দক্ষিণ বাংলায় দক্ষিণ প্রান্তীয় বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলাবাসীদের কথা কি একটুও বিবেচনার দাবী রাখেনা? আমরা সমুদ্র উপকূলবাসী, ঝড়, জলোচ্ছাস আমাদের বিধিলিপি। মাঝে মাঝে ত্রাণ সামগ্রীর প্রয়োজন হয় আমাদের। তাই বলে কি উচ্চ শিক্ষার দাবীটা ভুলে যেতে হবে? আমরা অবশ্য বলছি না বরগুনা কিংবা পটুয়াখালীতেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। ভোলা জেলার দ্বীপবাসীরাও বোধহয় এ রকম সাহস দেখাবেন না। আমরা সবাই বড়জোর বলতে পারি বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হোক। কেননা বরিশালের সাথে আমাদের সড়ক যোগাযোগ অত্যন্ত কম হলেও নৌযোগাযোগ নির্ভরযোগ্য। আর খুলনা জেলার লোকজন তো নিশ্চয়ই, যশোর কুষ্টিয়ার লোকজনও প্রয়োজনে বরিশালে আসতে পারবেন সহজে অন্ততঃ বরিশালের সাথে এ অংশের যোগাযোগ খুব হতাশাব্যঞ্জক নয়। অতএব, আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন তারা যেন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে বরিশালের কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচনা করেন।

মোঃ নুর ইসলাম হাবিব,
গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।